১৬ জুলাই ২০১৭ ইংরেজি

"সংযুক্ত বিবৃতি"

২২ শাওয়াল ১৪৩৮ হিজরি

আল-আকসা থেকে একটি বার্তা... আমার মর্যাদা ভূলণ্ঠিত হচ্ছে!

ইহুদী রাষ্ট্র আল আকসা মসজিদে নামাজ আদায় করতে বাধা দিয়েছে; কোথা হতে সেখানে একটি ইসলামী জাগরণ ঘটবে?!

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি বলেছেন-

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا

অর্থঃ আপনি সব মানুষের চাইতে মুসলমানদের অধিক শত্রু ইহুদী ও মুশরেকদেরকে পাবেন।
এবং সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক নবীগণের সর্দার এবং মুজাহিদগণের ইমামের উপর যিনি বলেছেন-

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى

"পবিত্র মসজিদ, আল-আকসা মসজিদ এবং আমার মসজিদ- এই তিন মসজিদ ব্যতীত ভ্রমণের জন্য ঘোড়ার জিন প্রস্তুত করো না"
এবং তাঁর পরিবার ও তাঁর বিশ্বস্ত সাহাবীদের উপর এবং তাদের উপর যারা কিয়ামত পর্যন্ত সততার সাথে তাঁদেরকে অনুসরণ করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

অর্থঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় যালেম আর কে? এদের পক্ষে মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয়, অবশ্য ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। ওদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে।

ফিলিস্তিনে আমাদের লোকদের উপর ইহুদীদের অবিচার এবং অত্যাচারের মাত্রা বেড়েই চলেছে এবং আরো তীব্রতর হচ্ছে, আর গত দশ বৎসর যাবৎ অবরোধ করা, অত্যাচারের বীজ বপন করা এবং ধ্বংসাত্মক কাজ বৃদ্ধি করা ইহুদী রাষ্ট্রের জন্য যথেষ্ট ছিল না বরং তার অসুবিধাকে বৃদ্ধি করেছে। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর রাত্রি ভ্রমণের স্থানের উপর, আর ইবাদতের জন্য নির্দেশিত দুটি স্থানের প্রথমটির উপর পুনরায় অত্যাচার হওয়ার পরই যেখানে অত্যাচারের অবসান হওয়ার কথা ছিল, সেখানে মুসলিমদের চেতনা এবং উম্মাহর অনুভূতির উপর আঘাত হিসেবে তারা মসজিদকে বন্ধ করছে এবং এটার মধ্যে নামাজ আদায়ে বাধা দিচ্ছে, আপনারা কি দেখছেন! শরীরে স্বতন্ত্রতাভাবে সৃষ্টি করা ইহুদীদের একটি জখম! এবং আমরা যদি বাহুর উপর হওয়া এই জখমে চুপ থাকি, তবে তারা পায়ের উপর আঘাত হানার জন্য প্রলুব্ধ হবে?
চলমান এই কাজটি অত্যান্ত জঘন্য কাজ এবং ইসলামী উম্মাহর অনুভূতির উপর স্পষ্ট আঘাত, যেটা নবীগণের (তাঁদের উপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক) হত্যাকারী লোকদের অসম্মান এবং লজ্জাজনক কাজের রেকর্ডের
মাত্রা আরো বৃদ্ধি করেছে।
আর বস্তুত আমরা নিম্নলিখিত বার্তাগুলো প্রেরণ করছি:

১। উলামায়ে কেরাম, শায়েখগণ এবং দা'য়ীদের প্রতি:

আপনাদের জিহ্বা থেকে আসা সাহায্যের প্রত্যাশায় আপনাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর করা রাত্রি ভ্রমণের স্থান থেকে ইহা হচ্ছে একটি নিরব চিঠি এবং আপনারা হলেন তাঁর সম্পত্তির বাহক এবং তাঁর বিশ্বাসের রক্ষক।
আমাদের পবিত্র আল আকসা মসজিদ ইহুদীদের নিষ্ঠুর আচরণে বেদনায় কাতরাচ্ছে এবং ফিলিস্তিন তাঁর দ্বীনের সন্তানদের থেকে সাহায্যের আশায় প্রতিদিন কাঁদে এবং তার রক্তের উপর দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। অতএব উম্মাহর অনুভূতি এবং এই ধর্মের নির্ভরযোগ্যতার উপর শত্রুদের সকল অপরাধ এবং চক্রান্ত ফাটলহীন দেয়ালের মত এবং একটি কঠিন পাথরের ন্যায় যেটা তার দেয়ালে বিধ্বস্ত হয়। আল্লাহর জন্য এই উম্মাহর পাশে দাঁড়ান যেভাবে আপনাদের পূর্ববর্তীগণ আল্লাহর জন্য দাঁড়িয়েছিলেন এই উম্মাহর গৌরব এবং তার মর্যাদা এবং তার সৌন্দর্য এবং তার যৌবন ফিরিয়ে আনার জন্য!
হে উম্মাহর উলামায়ে কেরাম এবং দা'য়ীগণ!
আজ আপনাদের দিন, আর আল্লাহর শপথ নিশ্চিতভাবে "আল আকসা মসজিদ" আপনাদের পক্ষপাতিত্বের মাধ্যমে পাওয়া যাবে না।
আর মর্যাদাশীল আল্লাহ আপনাদেরকে সত্য কথা বলতে এবং সততায় সাহায্য করুন! আর আমাদের পবিত্র আল আকসাকে রক্ষা করে সম্মানযোগ্য অবস্থানে লিপিবদ্ধ করুন যে ইতিহাস লেখা হবে আপনাদের জন্য, এই উম্মাহর জন্য।

২। আমাদের মুসলিম উম্মাহর লোকদের প্রতিঃ

হে মুসলিমগণ! জেনে রাখুন! ইহুদিরা তাদের পাপিষ্ঠ কাজ করতে পারবে না যদি আমরা নিজেদেরকে অপদস্থ না করি এবং এই সকল বিশ্বাসঘাতক এবং তাগুত শাসকেরা আমাদের জেরুজালেমের স্থানগুলো দিবে না। তারা আমাদের ইচ্ছার বিরোধী হয়েছিল এবং আমাদের ক্রোধ সম্পর্কে দায়িত্ব নেয়নি। তাদের কাছে আমাদের উপস্থিতি পুরোপুরি উপস্থিতি নয়। কেননা একটি আবেগপ্রবণ এবং অনুভূতি প্রকাশক ক্রন্দন হিসেবে তারা আমাদের বিদ্রোহের সাথে পরিচিত হয়েছে যেটাকে তারা প্রভাবশীল হিসেবে দেখেনি। আর এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, যে রাগ কাজের মাধ্যমে প্রকাশ পায় না তা শুধুমাত্র বৃদ্ধ এবং দুর্বল ব্যক্তির রাগ।
কীভাবে এক বর্বর শত্রু একজন দুর্বল এবং ভঙ্গুর ব্যক্তিকে ভয় পাবে? আমাদেরকে মনে রাখতে হবে- হে মুসলিমগণ!- আমাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর রাগ, যেখানে তিনি ওয়াদা করে ছিলেন যে ইহুদীরা মদিনাতে বাস করার অনুমতি পাবে না এবং তিনি তা সুসম্পন্ন করেছিলেন, আর তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করা ঠিক হবে না। আর তাঁর এই কাজ আমাদের জন্য একটি উত্তম দৃষ্টান্তস্বরূপ।
হে ইসলামের উম্মাহ! হে মুসলিম...! তোমাদের পবিত্র জেরুজালেমকে ছেড়ে দিও না, তোমাদের পক্ষ থেকে গ্রহণক্ষম হও...!

৩। মুজাহিদিন এবং জিহাদী নেতৃবৃন্দের প্রতিঃ
আপনারা-ই প্রথম এই ময়দানে তাকবির ধ্বনিত করে জেগে ওঠেছেন এবং আপনাদের সৎ সংগ্রাম এবং যুদ্ধে আপনাদের ক্রমাগত প্রচেষ্টা এবং সমাজকে উদ্দীপ্ত করা এবং নির্দেশনা দেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন- আল্লাহ আপনাদের উপর দয়া করুন।- অতএব, আমরা প্রতিজ্ঞা করেছি এবং আমরা একমত হিসেবে আমাদের স্লোগান হোক: "আমরা এখান থেকে শুরু করব এবং আমরা আল আকসা গিয়ে মিলিত হব।"

৪। ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতি বার্তাঃ
আল্লাহ সেই সকল পুরুষ ও নারী মুজাহিদীদেনদের উপর রহম করুন, যারা যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ রহম করুন তাদের উপর যারা ক্ষুধার সাথে লড়াই করছেন, এবং ছুরিকাঘাত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ করাসহ সকল প্রকার জিহাদে লিপ্ত রয়েছেন। এবং আমরা আমরা ইসলামের সেই সব যুবকদের ও বীরদের কথা উল্লেখ করতে চাই, যারা সাম্প্রতিক আল-আকসা অপারেশনে বীরত্ব ও প্রতিশোধের আদর্শ স্থাপন করেছেন। তাই তাদেরকে আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে যেতে দিন যাতে আমরা তাদের অনুকরন করতে পারি।
মহিমান্বিত আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা, যেই বিপর্যয় ও বিপদ আপনাদের উপর আপতিত হয়েছে তার জন্য তিনি যেন আপনাদেরকে আরো সবর দান করেন এবং জেনে রাখুন আপনাদের কষ্ট হচ্ছে আমাদেরই কষ্ট এবং আমরা আমাদের দেশে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি যদিও আমাদের দৃষ্টি ফিলিস্তিনের উপর নিবদ্ধ। এবং আমরা আল্লাহ ও আপনাদের সাথে অঙ্গীকার করছি যে জিহাদের এই নীতি থেকে আমরা কখনই সরে যাব না যতক্ষন না ফিলিস্তিন মুক্ত হচ্ছে এবং এটাই হচ্ছে আমাদের সকল কর্মকান্ডের প্রধান লক্ষ এবং যতখন পর্যন্ত আমাদের শরীরে রক্ত রয়েছে আমরা এই ভুমির এক ইঞ্চিও ছেড়ে দেব না।
আল্লাহর সাহায্যে বিজয় নিকটেই এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর অনুমতিক্রমে দিগন্তে আল-আক্বসার মুক্তির জন্য লড়াই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۖ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا

এবং বলবেঃ এটা কবে হবে? বলুনঃ হবে, সম্ভবতঃ শ্রিগ্রই। (সুরা বনী ইসরাইল ১৭:৫১)
সর্বোত্তম নসীহাহ্ যা আমরা নিজেদেরকে ও আপনাদেরকে দিতে পারি তা হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদানগণ! ধৈর্য্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার। (সুরা আলে ইমরান ৩:২০০)

পরিশেষে, আমরা ইহুদী ও তাদের দালালাদের বলতে চাই,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ، إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ»

বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে আবু হুরাইরাহ (আল্লাহ তার উপর সন্তুষ্ট হোন) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "কিয়ামত ততক্ষন পর্যন্ত হবে না যতক্ষন না মুসলিমরা ইহুদীদের সাথে লড়াই করে এবং তাদের হত্যা করে। অতঃপর তারা গাছ ও পাথরের পিছনে লুকিয়ে পড়বে, তখন সেই পাথর ও গাছ বলবে, "ও আল্লাহ বান্দা, আমার পিছনে এই ইহুদীটি লুকিয়ে আছে, এস এবং তাকে হত্যা কর। একমাত্র গারকাদ গাছ ব্যাতীত কারণ তা হচ্ছে ইহুদীদের গাছ।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী সত্য এবং আমরা তা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছি। তাই অপেক্ষা কর, কারণ আমরাও অপেক্ষা করছি, এবং এটা এমনই যা তুমি শুনে ও দেখে থাক। (এবং আল্লাহ হচ্ছেন সর্বোত্তম কুশলী কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।)

আর সালাত ও শান্তি বর্ষিত হোক আপনাদের নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম,
তার পরিবারবর্গ ও তার সকল সঙ্গী সাথীদের উপর।
প্রশংসা একমাত্র যিনি বিশ্বজাহানের রব আল্লাহরই জন্য।

কায়েদাতুল জিহাদ

ইসলামিক মাগরিব | জাজিরাতুল আরব